ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স -৪৪৫৫
আগরতলা, ৫ মার্চ, ২০১৯

প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন প্রকল্পের সূচনা
দেশের অসংখ্য মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা দেওয়াই এই প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ রাজস্বমন্ত্রী

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন (পি এম এস ওয়াই এম) প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। অন্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসাবে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, শ্রম দপ্তরের বিশেষ সচিব চৈতন্যমূর্তি এবং শ্রম দপ্তরের কমিশনার তাপস রায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে রূপায়িত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য একটি পেনশন প্রকল্প। ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত ৫০০০-এরও বেশি অসংগঠিত শ্রমিক এই প্রকল্পে নাম নথীভুক্ত করেছেন। নাম নথীভুক্ত করতে পারবেন ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী সেইসব শ্রমিক যাদের মাসিক আয় ১৫০০০ টাকার নিচে। ইচ্ছুক শ্রমিকরা নিকটবর্তী কমন সার্ভিস সেন্টারে আধার কার্ড, ব্যাঙ্কের একাউন্ট/জনধন একাউন্ট নম্বর এবং মোবাইল ফোন নিয়ে গেলে নাম নথীভুক্ত করতে পারবেন। সুবিধাভোগীদের বয়স অনুযায়ী তাদের প্রদেয় মাসিক টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, প্রধানমন্ত্রী মানধন হচ্ছে একটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প যার সূচনা সারা দেশের সাথে রাজ্যেও আনুষ্ঠানিকভাবে হয়েছে। এই প্রকল্প চালু করা একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করে তিনি বলেন, দেশের অসংখ্য মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা দেওয়াই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। তিনি বিগত তিন দশকে ত্রিপুরার শ্রমজীবী মানুষের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু নির্মাণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক জীবিকার্জনকারীরা নির্মাণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রের দিকে ঝুঁকছে। তা হচ্ছে জমির ক্রমাগত বন্টনের ফলে। চালু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে বহু লোক উপকৃত হবেন। এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তর, বেসরকারী সামাজিক সংস্থা এবং সবাইকে সচেতনতামূলক প্রচারের আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন প্রকল্প চালু হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে বিশেষ অতিথি সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প চালু করেছেন। তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন প্রকল্প একটি। এই প্রকল্পের প্রশংসা করে তিনি বলেন, বৃদ্ধ বয়সে এই প্রকল্প বহু লোকের উপকারে আসবে। এখন পর্যন্ত ৫০০০-এর বেশি অসংগঠিত শ্রমিকের নাম নথীভুক্ত হয়েছে এবং বাকিরা কমন সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে নাম নথীভুক্ত করাতে পারবেন। তিনি যোগ্য সবাইকে এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আহ্বান জানিয়ে বলেন, রাজ্য সরকার সবাইকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর বানাতে বহু উদ্যোগ নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেও তার পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। তাছাড়া সবাইকে তার নিজ নিজ অধিকার ও সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতন হতে আহ্বান জানান তিনি।

আনুষ্ঠানিকভাবে আজ ১৩ জন সুবিধাভোগীর হাতে ই-কার্ড তুলে দিয়ে প্রকল্পের সূচনা করা হয়। প্রথম কার্ডটি তুলে দেন রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ রাখেন শ্রম দপ্তরের বিশেষ সচিব চৈতন্যমূর্তি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দপ্তরের কমিশনার তাপস রায়।

*****